যুগান্তর

তারিখ ... MAY 2009
পৃষ্ঠা ১৬, কলাম ৩

নীতিমালার ফাঁদে স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসা প্রধানের ৫ হাজার পদ শূন্য

যুগান্তর রিপোর্ট

দেশের সরকারি-বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫ হাজারেরও বেশি প্রধান এবং সহ-প্রধানের পদ শূন্য রয়েছে। নীতিমালার ফাঁদে পড়ে এসব পদ বছরের পর বছর ধরে পূরণ করা যাচ্ছে না। একদিকে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও এসব পদে আসীন হতে না পারার কারণে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের মাঝে হতাশা বিরাজ করছে। অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম এবং ব্যবস্থাপনায়ও মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। বিগত দিনে শিক্ষকসমাজ নানাভাবে সরকারের কাছে বিষয়টি সুরাহার পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানিয়েও কোন ফল পায়নি। সাংসদদের চাপ এবং শিক্ষকদের দাবির মুখে সর্বশেষ এর আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি মন্ত্রণালয়কে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার সুপারিশ করেছিল। সূত্র জানায়, ওই অবস্থায় মন্ত্রণালয় শর্ত শিথিলের উদ্যোগ নেয়। শিক্ষক নেতারা বলেন, তাতে তেমন কোন ফলোদয় হওয়ার সম্ভাবনা নেই। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আজ এ নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডাকা হয়েছে।

শূন্য : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

শূন্য : নীতিমালার ফাঁদে

বৈঠকে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক নেতাদের উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে।

শিক্ষক নেতারা জানিয়েছেন, সরকারি নিয়োগ নীতিমালার ত্রুটির কারণেই বছরের পর বছর প্রতিষ্ঠান প্রধানের পদগুলো শূন্য রয়েছে। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্রধানদের নিয়োগের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে একেক সময় একেক ধরনের নীতিমালা ও বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। এর ফলে প্রধান শিক্ষকের পদে যোগ্য শিক্ষক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

নেতৃবৃন্দ বলেন, প্রতিষ্ঠান প্রধানের অভিজ্ঞতার নামে যেসব শর্ত বিভিন্ন সময় জারি করা হয়েছে তার কারণেও প্রধান শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না। এমপিওভুক্তির একটি শর্ত রয়েছে যেটিকে শিক্ষকদের একটি মরণ ফাঁদ বলে অনেকে মনে করেন। কারণ অভিজ্ঞতার পরিসংখ্যানকে বিভ্রান্তিকর অভিহিত করেছেন তারা। এটি বেসরকারি শিক্ষকদের ক্ষেত্রে বেশি ব্যবহৃত হওয়ার কারণে শিক্ষকদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয়েছে। সরকারি নীতিমালায় অভিজ্ঞতা গণনা হবে এমপিওভুক্তির পর থেকে। আবার প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির শর্ত রয়েছে। কিন্তু এমপিওভুক্তির আগের সময়কাল অভিজ্ঞতার মধ্যে ধরা হয় না। শিক্ষকরা বলেন, এটি আরেক ধরনের বিভ্রান্তি। তৃতীয় বিভাগ রয়েছে অনেক শিক্ষকের। এসব শিক্ষক সরকারি নীতিমালায় প্রধান শিক্ষক হতে পারেন না। ফলে অভিজ্ঞতা থাকার পরও প্রধান শিক্ষক হওয়ার পথ রুদ্ধ হয়ে রয়েছে। এটি সিনিয়র শিক্ষকদের মধ্যে ভয়াবহ হতাশারও সৃষ্টি করেছে। জুনিয়ররা প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ পেতে যাচ্ছেন শুনে সিনিয়র শিক্ষকরা শিক্ষকতাই ছেড়ে দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি শিক্ষকদের এমপিওভুক্তি বন্ধ রয়েছে বিগত ৫-৭ বছর থেকে। এর ফলে এমপিওভুক্ত নয় এমন হাজার হাজার শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।